প্রথম প্রকাশ
শ্রীপঞ্চমী
২৯শে মাঘ, ১৩৬৭

প্রকাশক
পথিকৃৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
৭ যতীন বাগচী রোড
কলকাতা ৭০০ ০২৯
টেলিফোন ৪৬ ৬৩২৪

মুদ্রক
মহিমারঞ্জন মিত্র
মিত্র আর্ট প্রিন্টার্স
৩৩ বি আমহার্স্ট স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৯
টেলিফোন ৩৫ ৪৩০২

প্রচ্ছদ ব্লক
দি ষ্ট্যাণ্ডারড্ ফোটো
এ্যানগ্রেভিং কোং
১ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলকাতা ৯

নিভৃত বৃন্তে

উপহাস মালা হয় জয়ের মুহূর্তে
আকাশ সুন্দর হয়, আকাশ মধুর হবে বলে
এতো তোমারই বাণী !

রচনাকাল
১৯৭৩-১৯৭৭

মা তোমাকে

চারিদিকে কালো অন্ধকার
বেয়নেট অথবা তারকাঁটায় ঘেরা
মাংস-ওঠা রক্তাক্ত চাহনির মাঝে
যেখানে আমাকে করেছিলাম আবিষ্কার
সন্তানের আবেগে জড়িয়ে
তুমিতো আমাকে বলেছিলে 'মা' !
নরখাদকের উন্মাদনায় স্তব্ধ হয়ে যাওয়া
আমার দু'চোখের মাঝে তোমার দুচোখ
ডুবিয়ে দিয়ে তুমিতো একে বলেছিলে
'পৃথিবী',···তাইনা, মা ?

সেই আমার সত্তার প্রতিচ্ছবি
প্রথম দেখেছিলাম তোমার মাঝে ।
একদিন পুরোনো সেই ছবি যখন,
স্মৃতির আকাশে ঝাপসা হয়ে এলো,
কালো অন্ধকারের পর ক্ষণিক
আলোর অবকাশে আবার···
তাকেই পেলাম ফিরে ।

এক পৃথিবী থেকে আরেক পৃথিবী
সেদিনের সেই রক্তাক্ত জটিলতার চেয়েও
আরো ভয়ানক ক্ষত, আজ আমার
হৃদয় ছিঁড়ে রাঙিয়ে দিল আমাকে !
সেদিন একে বলেছিলে-'পৃথিবী' !
আজ একে কি বলবে 'মা' ?
চারিদিকে বড় অন্ধকার
মাগো ! আমায় তুমি জড়িয়ে ধরো
ঠিক আগের মতোন !

উদাস উদাস মনে

তুমিও কি ভালবাসলে উদাসকে-'মা' !
বহুদিন কোলছাড়া-পথের শেষের দিকে
কৃষ্ণচূড়া লাইলাক থরে থরে সাজানো
আমার গভীরে প্রতিদিন,
দীপ জ্বলে নরম রোদ্দুরে, ভীরু ভীরু
গন্ধ ঢালে শৈশব স্মৃতি···
কিছু কিছু ঝরা ফুল ভারি করে বুক,
সবশেষে তুমিও কি ভালবাসলে উদাসকে 'মা' !

কোলছাড়া হলে তুমি বুকের অতলে
স্পর্শসুখে আমার আত্মা
কতদিন জিয়ান কাঠিতে বাঁচালে,
এমনি এক অন্ধকার উপহার দেবে বলে ?
'পরাজিত সৈনিক তুমি কাঁদো !'
আমার ভেতরে কে শুধু ডাকে ?
বারবার ভীরু চোখে কে ডাকে আমায় !
উদাসকে কাছে পেয়ে বড় ভয় হয়,
তুমিও কি ভালবাসলে গুচ্ছ গুচ্ছ বেলি···
মুছে যাওয়া অতীতের ঘ্রাণ !
ক্লান্তির ঘুণপোকা কুরে কুরে খায়
বিংশ শতাব্দির কোন অস্থির চেতনা
অভিমানে আকীর্ণ, কেন তোমাকে
পাই অমন করে...সেই চোখ স্নেহাদ্র পুত্র সম ডাক !
আমি চুপ হয়ে যাই !
কেন তুমি ভয় পাও ? সবশেষে হারাবার ভয় !
তুমিও কি উদাসকে ভালবাসলে 'মা' !

বহুদিন স্বপ্ন ছিল, তুমি হবে 'মা' ; যেমন
আমার সমুখে রাজেন্দ্রনন্দিনী তোমারই

কল্পিত কায়া আমার আত্মিক···
মুখ বুজে রক্ত ঢালে বুকের গভীরে !
প্রতিরাতে শব্দ হয় ভয়ের···ঝুম···ঝুম···
পাতা ঝরে এক···দুই···
আমি নিঃশব্দে অঙ্ক কষি !
সবপাতা ঝড়ে গেলে নতুন সবুজ পাতায়
পল্লবিত নতুন পৃথিবী—এইতো নিয়ম !
আশ্চর্য্য ! ঋতুচক্র চিরস্থায়ী নয় !
আজকাল তোমার শাড়ীর রঙ পাল্টে নেবার মতো
গভীর রঙ থেকে শ্বেতশুভ্র লাল পাড়
আটপৌরে রঙ, আকাশের বুক থেকে···
কেড়ে নিল রামধনু···আকাশকে আজকাল
বড় ক্লান্ত···উদাস···সাদা মনে হয় !
তবুও ভঙ্গুর ঘরানাকে নোয়া-শাঁখার মতো
কেন আঁকড়ে থাকো ?

তোমার ভাললাগা হারাইনি আমি
প্রবাসী হৃদয়ে অন্যকায়া তুমি কেন মা,
লুকোলে তোমার বিশ্বাস···ভালবাসা
কেন 'মা' বন্ধক দিলে তোমার সবকিছু
ভঙ্গুর ঘরাণাবদ্ধ সমাজের কাছে !
তুমিও কি ভালবাসলে উদাসকে 'মা' !

ভাললাগা ছিল বলে ভয় তুমি পাও
সমাজের লাল লাল চোখ
তার নিচে গভীর দৃষ্টি···বড় হাল্কা শোলার পুতুল
মনে পড়ে ছোট হাতে কতবার পড়ে গেছি
হাল্কা বেলুনের মতো···কতবার
হাত দিলে···ছোঁয়া দিলে···অতঃপর
আজ আমি কত হাঁটি···ছুটি !

জান মা ! আজকাল আমি কত দৌড়ঝাঁপ করি !
সেই আমি ভাবতে পারি, ভুলে গেছি সবকিছু
উদাস দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকি···তোমার দিকে
চিনতে পারিনা অতীত···সত্তা !
ভয় পেয়ে কেঁদে ওঠো··· ! ভয় কেন ?
এ শুধু কথার কথা !
ভঙ্গুর ঘরাণাগুলো তেমনি হাল্কা, শোলার পুতুল
তোমরাই ছোঁয়া দিয়ে স্পর্শে দুঃখে
ধরে রাখো তাকে !
তুমিও কি ভালবাসলে উদাসকে মা !

মানুষের সভ্যতার পুণ্য তিথি মনে পড়ে।
সব এক···প্রশান্তি···আনন্দ !
আকাশ পরিষ্কার ছিল···ঋতুগুলো সারিবদ্ধ
ট্রেনের কামরার মতো ঘুরে যেতো, বছরের লাইনে
মানুষ ডাকতো শুধু প্রাণের ভাষায় !
ধীরে ধীরে গভীর হলো নদীর বুক
প্রশস্ত হলো সাগরের খাদ···
পাহাড় কত যে গেল গুঁড়িয়ে···
জন্ম নিল সমতল, অতঃপর
মানুষ বদলে নিল নিজের পোষাক !
বড় বিভৎস ছিল সেই ক্ষণ !
বনবাস নিল শুদ্ধ চিন্তা
চিরশুদ্ধ অন্ধকার হত হলো ভ্রূণের মতো
জ্বলে উঠলো চকমকি···পাথরে পাথরে গুতো···
জান মা ! সেইদিন চুপিসারে
ভগ্ন হৃদয়ে চলে গেল বুক···সন্দেহ
ছুটে এলো বুকের গভীরে···প্রতিক্ষণে
ধ্বংস হ'লো আজন্ম সৃষ্টির সেই পবিত্র
নিষ্পাপ হাসি···শুরু হ'লো আলোর খেলা

আজো মনে পড়ে সেই
স্বপ্নিল রাতের কোলে নদীর বুকেতে
এক সন্ন্যাসী ঋণমুক্ত শান্ত দৃষ্টি তার
নৌকার এক কোণে আমি, অন্য কোণে
উদাত্ত প্রশস্ত হাতে আমার গভীর
ভেদ করে জ্যোতির মালায় উদ্ভাসিত
এক ত্যাগী পুরুষ...কানে কানে বলে গেল
"ঐ দেখ,···কত রঙ,···চিনে নে,···দেখে নে..."
আমি বিস্মিত ! একি রঙ ! একি বর্ণাঢ্য জ্যোতিপুঞ্জমালা
শেষটুকু কালের গর্ভে বিস্মৃত !
মনে পড়ে শুধু সেই রঙ,
সেই জ্যোতি···সেই অবর্ণনীয় শান্তি !

'মা' ! বহুদিন হলো আমি প্রবাসী,
পথ ঘুরে ঘুরে আমি সেই ছবি পাইনি আর···
বড় হাল্কা···শান্ত রঙ ছিল অমনি আকাশে···
আজকাল এত আলো, রঙ আছে বুঝি
মিশে গেছে আলোর অতলে !
তবুও যমজ থাকে···এতো তোমারই বাণী !
প্রবাসেও খুঁজে পাই, তোমার আদ্র ডাক
স্নেহের পরশ, তবে কেন ভয় পাও···
কেন গুটিয়ে নাও নিজেকে গভীরে ?
তুমিও কি ভালবাসলে উদাসকে 'মা' !

আজকাল দুঃখ বিষাদেও হাসি পায়
ঐ লাল লাল চোখ দেখে···
'মা', আমার হাসির আওয়াজ,
তুমি শুনতে পাও ?
জান, ওরা ক্লান্ত ! তবুও টিকে আছে
বনেদী ঘরাণার মতো আজো পূজা করে,
অন্যায়···ঘৃণা...কুৎসা...পরনিন্দার

মণ্ডপে মণ্ডপে ফেষ্টুন বাঁধে, কালো
হরপে লেখা 'স মা জ'
জান মা ! কাল রাতে আমি এক স্বপ্ন দেখলুম !
একটা ঝড় সবকিছু তছনছ করে দিল
কি আশ্চর্য্য···দেখতে দেখতে পৃথিবীর
রঙ গেল বদলে, কি এক অন্ধকার নেমে এলো
আকাশ জুড়ে, আর্তনাদ ভেসে এলো সারা
পৃথিবী জুড়ে, আলোর রাস্তুগুলো ছিটকে গেল
এপাশ ওপাশ, জন্ম নিল কুয়াশা ঘেরা আশ্চর্য্য
এক বায়বীয় আধার !
ধীরে ধীরে ঐ লাল চোখ গেল বদলে
একমাত্র নির্ভীক আমি ও আমার আত্মিক যমজ
তোমার রাজেন্দ্রনন্দিনী !
আবার ফিরে পেলাম সেই নদীবক্ষ···সেই নৌকা
অদ্ভুত আনন্দে প্রসারিত সেই হাত, আমায় বললে
'দেখো কত রঙ···কি সুন্দর রঙ···দেখেছো !'
আমি আনন্দে আত্মহারা, 'এও কি সম্ভব !'

'মা', একি স্বপ্ন !···
আজকাল স্বপ্নকে সত্য মনে হয়
দিনের আলোতে বড্ড বেশী রঙ
নাটকের স্টেজ ভেঙে গেলে ঘুম···শুধু ঘুম !
আমার আকাঙ্খা কতদূর সত্যাশ্রয়ী
ওজন করি প্রতীক্ষার তীব্র জ্বালায়
দুঃখের জড়োয়া খুলে ফেলি···
আটপৌরে কাপড় পরে আমি
শৈশব খুঁজি···পৃথিবীর শৈশব !
উপহাস মালা হয় জয়ের মুহূর্তে
আকাশ সুদূর হয়, আকাশ মধুর হবে বলে
এতো তোমারই বাণী !

দৃশ্যের মধ্যে

দৃশ্যপট নিখুঁত ভাবে সাজানো
পরিচালক নাটকের আগেই হারিয়ে গেছে।
'কোথায় খুঁজবো এই সং সেজে ?'
নায়িকা বিভ্রান্ত···'পরিচালক নেই ?'
'প্রম্পটার' আক্ষেপে বইটাকে মোচড় দেয়,
শব্দগুলো এপাশ ওপাশ হয়ে যায়।
ছোট্ট তারার মতো পিছ্‌লে পড়লাম আমি
এমন নাটকে অভ্যস্ত নই !
আমার ভয়কে আড়াল করলো এক মানুষী
'মা-আ-আ' রবে ডেকে উঠলাম আমি।
'পেয়েছি···পেয়েছি'···চিৎকার হ'লো !
কি আশ্চর্য্য !···পরিচালক আমাকেই খুঁজছিলেন !
একটা চরিত্রের জন্য আমিও চরিত্র হয়ে উঠলাম।

'এমন ভাবে নয়···দেখো এইভাবে···
হাঁটি হাঁটি পা পা···এই তো'
এমনি ভাবেই আমার পা-হাতকে
মানিয়ে নিতে বেশ সময় নিল, অথচ
এসবই আমি জানতাম··· !
দৃশ্যপট ততক্ষণে অনেক বদলে গেছে
নায়িকা হাসিমুখে অভিবাদন করে,
'তোমার এত দেরী হ'লো' ?
···এই হাসিকে আমি চিনি, কিন্তু
এই নারীকে তো চিনি না··· !
···'সব নারীই কি এক···
সব হাসি কি কাছে টানে' ?
ভেতর থেকে খিল্ খিল্ করে হাসির ধ্বনি
বিলম্বিত থেকে দ্রুত লয়ে বাজতে থাকে
আমার বুকের তারে মীড়ের কাজ তোলে সে

বলে…'তুমি এখনও ছোটই থাকলে !'

আমি বিস্মিত…
'সেকি তুমি তো হারিয়ে গেলে
একি স্বপ্ন !
'স্বপ্ন নয় তোমার চেয়ে সত্য'
সন্ধ্যা হাসতে থাকে !

সন্ধ্যা 'তোমার তো অনেক নাম
তা বলে কি আমার কাছে
তুমি আলাদা ?'

বিভাস 'তা হবে কেন
আমার যে পাঠ বদলে গেছে'

সন্ধ্যা 'তা বলে কি তুমিও বদলে গেলে' ?
আবার সেই হাসি !…

বিভাস 'জানিনা !'…বিক্ষুব্ধ শব্দগুলো বেরিয়ে আসে আমার,

সন্ধ্যা 'আচ্ছা ! প্রথমকে বাদ দিয়ে কি দ্বিতীয়কে
পাওয়া যায়'

বিভাস 'কেন এমন প্রশ্ন ? আমিতো থাকতেই চেয়েছিলাম
বাবলা গাছের তলে কাঁটা কুড়োতে কুড়োতে
তুমি যখন আমায় বললে 'সা-আ-প'
আমি বীভৎস চিৎকার করে উঠেছিলাম।
আমার জ্ঞান বুদ্ধি সব কর্পূরের মতো উবে গেল
খালি হাতে আমি সাপের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালাম
তোমাকে বাঁচালাম, শুধু সেই ক্ষণের জন্য
কিন্তু আমি ?
যন্ত্রণায় যন্ত্রণায় নীল হয়ে ঝরে গেলাম
এই পৃথিবী থেকে।
সেদিন সে সাপ ছিল আমার নিয়তির !
কোন ওঝাই কি সারা জীবন বাঁচে ?
কোন বিষাক্ত সাপই কি অমর হয় !

সে তুমিও জান, কিন্তু তুমি জানতে না

তোমার চোখের জলের শক্তি···তা জানলে

বেঁচে উঠতাম আমি···বিষমুক্ত হতাম!

পৃথিবীতে সব 'তুমি' শব্দই কি ভালবাসার

শুধুই কি তাৎক্ষণিক?

শুধু সেই একই প্রশ্ন কে বুকের ভেতর লুকিয়ে

আমি করে চলেছি ঘর বদল!

প্রতিবার আমার ছায়ার চেহারা বদলে যাচ্ছে

অথচ আশ্চর্য্য···ঘুরে ঘুরে তুমি

বার বার আমার কাছেই আসছো।

সন্ধ্যা 'চিনলে না তো! তাই ফিরে ফিরে আসি

কখনো সন্ধ্যা হয়ে···কখনো ভোর।

অথচ প্রতি সন্ধ্যায়···তুমি লক্ষ্য করেছো

আকাশ কেমন বদলে যায়···ফুটে ওঠে

নতুন দৃশ্যমালা···কোনদিনই কি খারাপ লাগলো!

প্রকৃতির যৌবন কি কখনো খসে পড়ে?

কখনো কি আকাশকে বৃদ্ধা মনে হলো!

বিভাস একি প্রশ্ন আজ···আমি যে নাটক চাইনে

আমিতো উলঙ্গ গাছের ওপর···রঙের

আভরণ পরাতে চাইনি!···আমি বেঁচে ছিলাম

আমার শৈশবে···বাবলা কাঁটা হাতে ফুটে

রক্ত ঝরার দিনে তুমি মুছে দিয়েছো

সেই রক্ত···তোমার কচি আঙ্গুলের ডগা দিয়ে

সেই ছিল আমার প্রেম!

সন্ধ্যা তারপর আমি কি বদলে গেলাম?

থামলে কেন?

আমায় আভরণ দিলে তো তুমিই

আমায় লজ্জা দিলে তো তুমিই।

···সভ্যতার রঙ চিনলাম···নিজেকে

লুকিয়ে নিলাম আরো দূরে!

আভরণ-সর্বস্ব যুগে পৌঁছে গেলাম আমি
বাবলা কাঁটায় গাঁথলাম মালা
সেদিন তো তুমি শিউরে উঠেছিলে
বলেছিলে…'থাক মালা গাঁথা' !
ধ্যান ভগ্ন ঋষী তো তুমিই হয়েছিলে
ঠিক সেদিনই নিজেকে জানলাম উর্বশী ।'

বিভাস — আমায় ক্ষমা করো তুমি
কোন ক্ষণে দেবতার ফুলে ছিল…
কামনার কীট…ভাঙালো আমার ধ্যান ॥
তার আগে লজ্জা বলে কিছুই ছিল না জানা ।
জলের ভেতর মাছ জলকেই পৃথ্বী বলে জানে
পৃথিবীর কোপ গ্লানি নেবোনা শরীরে
এ যে হাস্যকর প্রলাপ !

সন্ধ্যা — 'সেই ভাল পৃথিবী তৈরী কর নিজের নিজের
গাছপালা…মণিদ্বীপ…বাবলা কাঁটার মালা
বুকের ভেতর তৈরী হোক বুক
ঘরের ভেতর ঘর…জীবনের ভেতর জীবন
যেমন আমার ভেতরে রয়েছি আমি ॥
মূক অবলার কাছে চাও দৃষ্টি
শালবীথির কাছে চেয়ে নাও স্থৈর্য ।
বরফ গলে গেছে সারা শরীর থেকে
পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে পাইন গাছ
দেখো-কত স্থির…ঋজু !"

বিভাস — 'আমার ভেতর যতক্ষণ তোমাকে পাই
আমি থাকি স্থির…সমাহিত
তারপর এলোমেলো ভাবতে ভাবতে
তুমি হারিয়ে যাও সেই কোথায়… ।
অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে দ্বীপে-আমি পিছলে পড়ি,
সেই দ্বীপ হয় আমার নির্বাসন !
আলো নেই…বাতাস নেই…শব্দতরঙ্গ নেই

শব্দগুলো তাই জমে যায়
তুমি হাসতে হাসতে আমায় বলো
'কি ব্যাপার চুপ কেন' ?
অসহায়ের মতো আমি তাকিয়ে থাকি
তোমার দিকে···ভেতরে যাবার চাবি খুঁজি !

সন্ধ্যা   আমার তখন আরো হাসি পায়।
ছোট্টবেলায় হাতের ভেতর কলম ছিল
সেই কলমকেই খুঁজতাম।
'কোথায় গেল কলম-আমার ?'
তোমার তেমনি চাবি খোঁজা।
আর কারো নয়···তোমার ঘরেই বন্দী থাকি

বিভাস   মনে পড়ে অনেক কথা !
প্রশ্ন করেছো 'ভালবাসো আমায়' ?
বলেছি···'খুউব' !
জিজ্ঞেস করেছো 'ভুলবে না তো আমায়' ?
বলেছি···'না' !
অধৈর্য্য হয়ে আমার চোখতুটো তোমার
আকর্ষণে বন্দী করে···তুমি আমায় প্রশ্ন করেছো
'বলো আমায় একলা ফেলে যাবে না' ?
হাঃ-হাঃ করে হেসে উঠেছি আমি
সেও কি সম্ভব !
অথচ বাবলা কাঁটা কুড়োতে কুড়োতে
তুমিই আমাকে ফাঁকি দিলে !
আমার ভেতরেই তুমি ঘর নিয়েছো
এ কথা তুমি জানতে···অথচ আমি
বার বার ঘরে ঘরে কড়া নেড়েছি
তোমায় ডেকেছি···সাড়া পাইনি !
মুখের ডাকে বুকের লোক সাড়া দেয় না
বন্ধ চোখে তাকে খুঁজতে হয়
নিঃশব্দে তাকে ডাকতে হয়···

স্তব্ধতা হয়ে ওঠে শব্দ ব্রহ্ম !

সন্ধ্যা — এ কথা তুমি কবে জানলে ?
আমায় দেখে ?

বিভাস — কি জানি ! হবে হয়তো !
যেদিন নতুন করে এলাম আমি
আমার খেলাঘরে
ছোট্ট মান-অভিমান করে তুমি বললে···
'আমাকে একলা থাকতে দাও !'
'আমার'-'তোমার' শব্দ দুটো
পাহাড়ের মতো তফাৎ রচনা করলো।
তুমি চেয়েছিলে তোমাকে দেখতে
আমার মাঝে···আমিও ঠিক তেমনি
আমায় দেখতে চেয়েছিলাম তোমার মাঝে
ঝড়ো বৃষ্টি আর বাতাসের নিঃস্বনের মাঝে
সেদিন বড় ভুল হয়ে গেল···'সন্ধ্যা' !
আরো বেশী পেতে···তুমি আমাকে করলে
প্রত্যাখ্যান !
তুমি জানলা 'সন্ধ্যা' !
আমি সেই প্রথম অনুভব করলুম
আমি কাঁচের মতো ভেঙে গেছি !
তাই তোমার ছবিও বিকৃত হয়ে উঠলো
আমার দর্পণে।
তুমি ভয়ে শিউরে উঠলে···অথচ
কেউ কি আমরা জানতাম
এই পালা বদলের পালা !

সন্ধ্যা — হয়তো এইই শাশ্বত !···
এবারে আমায় ফিরিয়ে নাও
পারবে না ?

বিভাস — সে কি সম্ভব !
কোথায় চলে গেছে আমার শৈশব···বাবলা গাছ

কতদিন আঁজলা পেতে জল খাইনা !
ফিরে কি পাবে তাদের ! শোন কি এখনো
দুপুরের স্তব্ধাকাশে ডালিমের ঝরে পড়া
গাঢ় শব্দ-বাতাসের ক্রন্দন···ভীরু দৃষ্টিক্ষণ ॥
পারো কি ফিরিয়ে দিতে রক্তিম পদ্মফুলে
শ্বেত শুভ্র রঙ !
সবই সময়···শুধু অপরাজেয়···অনন্ত···স্থবির প্রকৃতি !
প্রতিদিন হাওয়া বোনে স্বপ্নের জাল
কচি নীল ব্যথা !
প্রাগৈতিহাসিক ছন্দে প্রতিদিন তৈরী হয়
গভীর প্রেমের······গাঢ় ঘুম বুকে তোলে
কত মিষ্টিপ্রাণ
তুমি কি জাননা 'সন্ধ্যা' !

সন্ধ্যা সম্ভব নয় সম্ভব নয়···একি শুনি আমি !
প্রতিদিন একই মন্ত্রে কেন ডাক তবে ?
কেন সন্ধ্যারতি সারো রাতের প্রারম্ভে !
কেন বক্ষ বিদীর্ণ হয় গোধূলির রঙে···
কেন দীর্ঘশ্বাস পড়ে গোপনে-নিভৃতে ?
তবে ফিরিয়ে দাও আমার স্বপ্ন
আমার ছোট ছোট প্রাণ
যা দিয়ে তোমায় আমি বাতাস করেছি
ফিরিয়ে দাও আমার
ম্লানিম স্মৃতি, যা কিছু ছিল
আমার আত্মিক···বাবলা কাঁটা
সবকিছু বন্ধক তোমারই কাছে !

বিভাস এ সবই প্রকৃত শাশ্বত প্রেম আমার
কোন ফাঁক নেই তোমার !
সন্ধ্যা আসে দিনান্তে রাতের প্রারম্ভে
ভীরু বক্ষে রঙ ঢালে গোধূলি
সাজায় রাতের প্রদীপ

নিশিরাতে শুরু হবে পূজা।
এতো তারই বলি!
শুদ্ধ থেকে শুদ্ধ হওয়া এইতো শাশ্বত প্রেম
চিরম্লানা প্রদীপের এইতো পুরস্কার
এইতো শুদ্ধি!

সন্ধ্যা — সেই হোক তবে।
কি জানি এ শোক, না আনন্দ।
বুক ভারী হয়ে ওঠে
তবুও এতো তোমারই পূজা
বিঘ্ন ঘটাবোনা আমি এতটুকু···
আমি তবে আসি!

ঘর বদলের সময় হয়
তারা হয়ে পিছলে পড়ি আমি
মাঝপথে সব ভুলে যাই।
'সন্ধ্যা', রাতের গাঢ় আলিঙ্গনে
হারিয়ে ফেলে নিজেকে ॥
পরিচালক চিৎকার করে ওঠে
'এইতো পেয়েছি···পেয়েছি!'
আবার শুরু হয়···হাঁটি···হাঁটি···পা···পা···
দর্শকের হাততালি···দড়ির ওপর সতর্কে হাঁটা
মানুষের চোখকে লুকিয়ে···বুকের শব্দগুলো চেপে
নিঃশ্বাসের শব্দকে গুণে গুণে শুরু হয়
নিজেকে খুঁজে চলা।
সন্ধ্যার মতো নিবিড় করে···
রাতের গাঢ় আলিঙ্গনে ॥

ভেসে আসে

কোন মুহূর্ত ভুলেই গেলাম!
আনন্দটুকু কেমন যেন,
শুধু দেবার সময় ভুলিয়ে রাখে
চলে গেলেই অন্ধ!
আমি হাঁটতে···হাঁটতে···হাঁটতে
কোথায় গেলাম পোঁছে
ফুলের বাগের খুসবু নাকি
নানান বাগের মৌতাজ!
হবে হয়তো কোনদিন যে
ভুলেই গেলাম, কেমন করে
ভালবাসতাম···কেমন ভাবে চলতাম?
হাওয়ার ওপর পাখ্‌না মেলে
নাকি জলের ওপর দুলে দুলে
বৃশ্চিক কি কোয়েল হয়ে!
ডাকতাম কি 'মা'···'মা' বলে···
নাকি শেষরাতেতে কান্না হয়ে
'চোখ গেল'···'চোখ গেল'···করে?
কি জানি যে সে সব আমি ভুলেই গেলাম
আব্‌ছা আব্‌ছা ভেসে ওঠে
মাটির ঘর নাকি তুলসি মঞ্চে
মগ্নথানত প্রদীপ শিখার ভিরু কাঁপন···!
শুধু গন্ধগুলো মনে পড়ে
শিউলি, চাপা···রজনীগন্ধা
তেমন কিছু হবে!
সেদিন ওরা কথা বলতো নাকি
আমিও ফুলশাখাতে দুলতাম সোহাগ ক'রে
হাওয়ার চুমোয় চোখ বুজতাম
কেন যেন ভুলেই গেলাম!
মনে পড়ে ফুলের নাচন

কি সোহাগে নাচতো ওরা !
বুকের গন্ধ রক্তটুকু
উজাড় করে দেবার পরে
বিদায় নেবে চিরতরে !
গন্ধহারা ফুলগুলোর
গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদার আওয়াজ
এই বেলাতেও মনে পড়ে !
আর সবতো আব্‌ছা আব্‌ছা
কেমন করে ভুলেই গেলাম ॥

সেদিন এক আতরওয়ালা
গন্ধ দিল বিক্রি করে ?
বুক ফুলিয়ে আমায় বলে
'কিত্‌না গন্ধ চাই বাবু সাব্‌
লিয়ে সাব্‌ কমতি দামে'
আমি হাসি সংগোপনে
বোকাও এমন হতে পারে !
'গন্ধ' ওতো বুকের রক্ত
ভালবাসার জ্যান্ত দলিল !
সবাই কি আর গন্ধ চেনে
গন্ধ শুঁকে কাঁদতে পারে ?
কেমন করে পারবে ওরা
জানেই না যে ফুলবাগিচায়
ফুলগুলোও ঝরে পড়ে ॥
আমার কাছে ছিল অনেক গন্ধ
বলতে পার দামি আতর
খুসবু এমন ভুলবে তোমায়
দিতে পারি স্বল্প মূল্যে
একটি গন্ধে চাই শুধু
অনেক খাঁটি দুঃখ !
খুব বেশী নয় একটি ফোঁটা !

আনন্দ তো ভুলেই গেছি
বহুবারই ভুলেই গেলাম
দেবে আমায় দুঃখ গুলো ?
ঐ দেশেতে দুঃখগুলো,
পেতাম নাতো জীবন দিয়েও
অবাক লাগে এই দেশেতে
নাটক করেও হাসতে জানে !
একটুকু সুখ নেবে বলে
কত কান্না গোপন করে !
শুধু একটুকু দুখ্ দুপ্রাণ ভরে
নেবো আমি দু'বুক ভরে
প্রতিবারই ভুলেই গেছি
বলতে আমার লজ্জা করে !
কিছু একটা এমন হয়
দুঃখ সুখ দুয়ের মাঝেই
তেমন কিছু ঘটে উঠলে
দিতাম আমার আতর শিশি
শিউলি, বকুল, জুঁই, চামেলি
রজনীগন্ধা······আরো কতো,
শুধু স্ফটিক স্বচ্ছ দুঃখ পেলেই
এক বিন্দু দুঃখ পেলেই ।

সেই ঘোড়া

তুমি কোন দিকে যাবে ঘোড়া ?
আমিও সৃষ্টি করবো।
সূর্যের মতো প্রথম সকালে
মধ্যাহ্নে আমার মনকে ফাঁকি দেবো।
পলাতক বিবেক হয়ে গভীর আবেশে
মৃত্যুর মতো কতদিন ছুঁইনি তোমাকে !
কতনা ভোলানো রঙে বিভ্রান্ত এ জীবন
গোধূলিতে রুক্ষ হবে···কান্নাগুলো
ফেটে যাবে প্রচণ্ড ক্ষোভে
শিমূল বিজের মতো জন্ম নেবে ফের
এ এক অর্পিত অর্পিতা···
লাজমুখে দিন গোনে···শূন্যদৃষ্টি
পথহারা রাখাল নির্বোধ !
প্রতিদিন ভোর হয় দুপুর ক্লান্ত হয়ে
সন্ধ্যা নামে বুকে···প্রতিদিন
ঘণ্টা বাজে ঢং ঢং ঢং।
অধুনা পরীক্ষার মতো···প্রতিদিন
পরীক্ষা হয় আমার জ্ঞানের
প্রতিদিন শুরু করি সৃষ্টির নেশায়
ক্লান্ত হয় সাদাপাতা বেজে ওঠে 'ঢং'।
এরপর ক্লান্ত চোখে হিসেব মেলাই
বেজে ওঠে 'ঢং···ঢং'
শেষবেলা তড়িঘড়ি মিথ্যে দ্বেশ
মিথ্যে অপবাদ···সব যায় ছিঁড়ে
আমার জ্ঞান...অভিমান...ভালবাসা...
শুদ্ধি...সব...সবকিছু।
তুমি কোনদিকে যাবে ঘোড়া ?
আমার এ দু'চোখ এখন নিষ্প্রভ
প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় শব্দগুলো জমে গেছে

বুকের ভেতর···অনুভূতি টিঁকে আছে
বরফে পিনদ্ধ আধপচা মাছের মতোন
জীবনের রঙ কিনে নিঃস্ব হাত
আছে শুধু তরতাজা নিষ্পাপ হৃদয়
তাই দেবো করতলে...শুদ্ধি ভক্তি ভুলে
শুধু ভালবাসা দিয়ে !
তুমি কি সেই ঘোড়া ।

নিভৃত ব্রত্তে

আমি শুদ্ধ হবো, অথচ
আত্মাহুতি কি...তা আমি জানি না ।
বুকের আগুন স্পর্ধিত হয় গোপন ব্যথায়
আতপ্ত নিঃশ্বাস হাওয়া ভর করে
আমার কান.. নাক...গলা...রন্ধ্র
আশ্লেষ সুগন্ধে সমুজ্জ্বল করে
নিরব ভাবনা ॥
আমি তখন নিথর দ্বিধাহীন
উজ্জ্বলতায় ক্ষয়িষ্ণু মুহূর্ত
উদ্বেলতায় সমর্পিত জলপ্রপাত ।
রচিত হয় পূর্ণাহুতির নিবিড় আগুন
বুকের বাতাস কেউ নেয় কেড়ে
অঘুম শয্যায় বিস্ফরিত হয়
শরীর তীর্থে গ্রন্থিত আমার পৃথিবী
আমার বুকের বাতাস কেউ নেয় কেড়ে
কে যেন কেঁপে কেঁপে ওঠে
শীতস্বরে শেষ প্রশ্ন উচ্চারিত হয়
নিঃশ্চিন্ত বিলোপের ভূমিকা নিয়ে
কি সেই আত্মশুদ্ধি ?
আমার প্রলাপিত ভালবাসা ।

চিরশুদ্ধ অন্ধকার

বহুদিন চিরশুদ্ধ অন্ধকার দেখেনি মানুষ
ঘরে ঢুকেই বাতি জ্বালে
সুইচগুলো প্রহরী···লক্ষ লক্ষ
আলোর ভেড়া ছেড়ে দেয়।
কতদিন বাদে 'ব্ল্যাক আউট'।
বদ্ধ ঘরে সোল্লাসে চিৎকার
উলঙ্গ হয়ে নাচা, তারই পাশে
এক কোণে আজকের ব্রহ্মচারী
মৌনী তাপস কালো চোখে
ফোটায় পদ্ম।
হে কবি, আর কবিতা নয়!
এবারে শুদ্ধ প্রেম...ভাবনা!
চিরশুদ্ধ অন্ধকার দাও।
একবার...শুধু একবার
আমার ভাইকে বুকে জড়িয়ে
আমি গল্প বলবো
রাম-সীতা-ভরতের,...
বহুদিন শোনেনি সে...
আলোর ভেড়ারা চোখ বুজে চলে॥

পথ

তুমি কেমন যেন !
তোমার বুকে কলমিগাছ,
কেমন বড় হয়··· !
আশার ক্লোরোফিল
নীল হয়ে ঝরে পড়ে
তুমি টেনে নাও, কামনার জল
আমি তোমার বুকে
শিকড় ছড়াই ।

হৃদয়ের লালে সূর্য ওঠে
ছোট্ট কুঁড়ে ঘর···শাল-মহুয়া
দোলন চাঁপার ঘুম ভাঙে !
আমার অরক্ষিত পাতায়
হিজিবিজি দাগ পড়ে !
আধো আধো হাতে
আমার ভালবাসা
তোমার বুকে মাটি ছোঁয় !

অভিমান

আমি আর একটুও রাগ করবো না
আমায় কাঁদালেও 'না'-হাসালেও 'না'
আমি এখন ছবি আঁকবো রাতের অন্ধকারকে
আমি দোস্ত মানবো !

তারপর এমনি করেই আসবে একদিন ঝড়
আমার বুকের ঝড় তখন আঘাত হানবে

বুনো কোন আওয়াজের মতোন···
রজনীগন্ধার গন্ধ ভীরু বক্ষে যাবে ফিরে,
বলাকারা হতাশ হবে নীল দিগন্তে···
চিমনির ধোঁয়ায় কবির চোখ যাবে ঢেকে।
মনের পর্দাকে বেঁধে দেবে,
কতগুলো বৈজ্ঞানিক শব্দ
ছেঁড়া সেই পাণ্ডুলিপির পাতাগুলো
অসহায় আর্তনাদে উড়বে এদিক-ওদিক···
তবুও আমি,
আর একটুও রাগ করবো না···
আমায় কাঁদালেও 'না,' হাসালেও 'না'!
আমি এখন ছবি আঁকবো রাতের অন্ধকারকে
আমি 'দোস্ত' মানবো!

মমি

রাত অনেক হ'লো
আমি এখন খুব ক্লান্ত বোধ করছি!
দূরপাল্লার সাইক্লিং করেছি?
সেতো বহুদিনের অভ্যেস!
তবে কি বিবেকের সাথে হাত মিলিয়েছি?
তাই বা বলি কি করে···
সেই বিবেকটাও যে আমার নিজের গড়া নয়!
আসলে যা সত্য তাঁকেই
নতুন পথে জানতে চেয়েছি আমি
এই হলো আমার অপরাধ!
ঐ দূর থেকে প্রতিধ্বনি ভেসে এলো
এগিয়ে চলবার, কিন্তু
তার জন্য চাই 'হিম্মত'···

অথচ এতদিন যারা ছিল কাছের···ধরবার
তারাও কেন যেন গেল সরে।

ঐ রাস্তার মোড়ে মোড়ে হাজারো মানুষের মিছিল
ওরা সবাই চায় আমার শবটাকে শেষ করে দিতে
আর তারই মাঝে কেউ বুঝি এগিয়ে এলো
মমির ভেষজটা হাতে নিয়ে, আমায়
বাঁচিয়ে রাখবে যুগ যুগ ধরে, শুধু সেই জন্যেই!

রাত এখন অনেক হলো
আমি এখন খুউব ক্লান্ত
তবুও ঐ সামনের টাঙানো মশারিটা
আমি পার হতে পারলাম না
অক্ষত বিছানাকে সারা রাত ধরে
রেখে দিলাম সেই মিছিলের কোন একজনার জন্য
যারা আমায় শেষ করে দিতে চায়!
আর আমি?
সারা রাত ধরে জেগে রইলাম···
জেগে রইলাম সারারাত···
সারারাত··· ··· ···!

রক্তের গোলাপ

হ্যাঁ সেই ভাল, সবাই বলুক না আড়ালে
নাই বা নিলে অনেক রজনীগন্ধার ভালবাসা
তার চেয়ে আমার আড়ালে তোমায় দেবো
আমার রক্তের গোলাপ।

ছোট্ট এই জীবনের দীন গভীরতার ধূসর পাত্রে
শুধু সেই রক্তের গোলাপই বহন ক'রো

এবং পূর্ণতার ভ্রূণকে জানিয়ে দিও,
তোমার জীবনের সেই একক
গভীরতাকে ভরিয়ে তুলেছিল
তাঁরই পিতা রক্তের গোলাপ দিয়ে !

মানচিত্র

একদিন চায়ের পয়সা খুঁজছিলাম
শালবনের নিবিড়তায় ।
ইতিহাস সেদিন বলেছিল···
জীবনের চাকা ঘুরছে ঘুরছে ঘুরছে··· !

সে আমিও জানি রোজকার মরন্মুখ দেহে
প্রাণ দেওয়ার মূল্যে, তোমার সৌন্দর্যের
সমাপ্তি যখন করুণ কান্নায় ঢলে পড়বে
ঐ ভাঁজপড়া কোমল ত্বকে, ঠিক তখনো
আমি সচেতন বিশ্বাসে বিশ্বাসী···
সেই নিহত লালিমার ভিতর খুঁজে পাবো
আমার ভালবাসার অস্থি···
সেই দুমড়ে যাওয়া চামড়ার ভিতর খুঁজে পাব
আমার পৃথিবীর মানচিত্র ।

পরাজয়

ডাক্তার তোমাকে বহুদিন চাক্ষুস করিনি !
ইদানিং মরফিয়া বড় বেশী লাগে,
তুমি বলেছিলে, 'ও বড় খারাপ···একদম বেশী নয়' !
এ নয় তোমার অবাধ্য হওয়া

সম্ভবতঃ তোমার যুক্তি হেরে গেছে, তোমাকে
ভালবেসে···মরফিয়া তাই এত প্রিয় !

প্রথম নজরে এলো মুখের কোলে ব্রণের প্রথম প্রকাশ
লক্ষ লক্ষ ব্রণ হত্যার নির্ভেজাল সাক্ষ্য দিল, আমার নরম গাল।
অতঃপর একদিন ভোরে, মনে হলো বয়স কিছু বেড়ে গেছে
অবশেষে অবকাশে বুক ভারী ভারী এক জমাট অসুখ।
ডাক্তার ! তুমিই আমাকে ঘুমপাড়ানীর মন্ত্র দিলে,
সেই প্রথম মরফিয়া নিলাম।
তুমি চলে গেলে একদিন সভ্য আকাশে···সত্যভ্রষ্ট !
ঋষী ছিলে একদিন, ভুলে গেলে সব···
এদিকে আমার বয়স গেল বেড়ে
মরফিয়া তুমিই চেনালে, আজকাল,
টুথব্রাশের মতে নিত্যচেনা মরফিয়া
রোজরাতে মশারীর সূতোর মতো খুঁজি।
ডাক্তার ! এ নয় তোমার অবাধ্য হওয়া
তুমি আমাকে একটুও বকো না !

বহুদিন গ্রাম ছেড়ে শহরের পথে পথে
আমি ইফেল টাওয়ার গড়েছি আমার
সভ্যতার পতাকা পত্‌পত্‌ করে ওড়ে।
ক্যাবারে নর্তকীর প্রথম লজ্জা হত্যা রাতে,
চোখ বোঁজা চপলা হাসির নাটকে কেঁপে ওঠা
অমৃত শৃঙ্গে যে গরল ঝরে ক্লান্ত রাতের বুকে
তেমনি কেঁপে ছিল বুক প্রথম নগরী জীবনে
যে ক্ষণে প্রথম হেঁটেছিলাম, নিজস্ব পতাকা হাতে নিয়ে !
ডাক্তার ! আজকাল এসবই সহজ, শুধু
মাঝে মধ্যে পতাকা বদলে দিই···আমার সভ্যতার !

দিনের আলোতে আমি অনেকের প্রিয়পাত্র
কেউ কেউ বেখাপ্পা হেসে বলে

'ইউ সিল্লি বয়, তুমিই আমার ঘুমের ওষুধ…আমার মরফিয়া'
অথচ রাত বেশী হলে আমাকেই খুঁজতে হয় মরফিয়া…
ইদানিং আমাকেও দিতে হ'লো, মধ্যরাতে ঘুমের ওষুধ…
আজকাল বড় বেশী ক্লান্ত 'সে'…অনন্যা…আমার আত্মিক যমজ।
ডাক্তার! আমার বুকের ব্যথায়…সেই জমাট অসুখে
একমাত্র কোল দিত মরফিয়া…আজকাল
সঙ্গ দেয় সে, আমার ব্যথায়!
কি দেবো ঋণমুক্তা তাঁকে, আমার এই ব্যথার সাগরে
ছিল তো একদিন সব, আমার সারল্য…বিশ্বাস
কেন হত্যা হলো?
কেন তুমি কেড়ে নিলে চেতনা রুগীর…
হত্যা হলো সুস্থ সত্তা…
তুমি পরাজিত ডাক্তার!

ডাক্তার! তুমি তো এ্যানাটমি, ফিজিওলজি…কতকিছু জান
কর্ডিওগ্রাফ্ বলে দেয় হৃদয়ের গোপন তথ্য হিজিবিজি দাগে
এমনকি বিশ্বস্ত হাতে চরম লম্পটের বুকেও বদল কর
ঋষীর হৃদয়, তোমার একটুও হাত কাঁপে না!
তেমনকি বলতে পার, হৃদয় কোথায় যায়?
সমুদ্রের স্রোতের মতো, ফেনা হয়ে সে কি
ফিরে আসে নিজস্ব মন্দিরে!
তেমন কি বলতে পার, বুকের এই ভারী ভারী
রোগের কোনখানে কতটা ওজন?

এতদিনে আমি নিশ্চিত ডাক্তার!
এসব একান্ত আমাদেরই…বুকের ভিতর ঘর খুঁজি যারা!
ডাক্তার! ভেবোনা এ অহঙ্কার
তোমাকেই ভালবেসে জেনেছি এ গোপন তথ্য…
তোমার পরাজয়।

অবকাশ

আমি আসবো, এমনি করে বারবার আসবো
যখন ক্লান্তিতে ভ'রে যাবো !
চলে যাবো আবার ঐ মেঠো পথ ধরে
লাল কালোর ওপর পাঁচ নখের
বলিষ্ঠ চিহ্ন ফেলে ক্লান্তির সন্ধানে !
ফিরে আসবো আবার, যখন
আমার চোখ গিয়েছে বুঁজে···
সৌন্দর্যের শেষ আস্তরণ যখন ধূলো
আর আবর্জনায় সমর্পিত···
ভাবনার সবপথ যখন অসমর্থ
গাড়ির মতো অচেনা স্টেশনে যায় থেমে···
ঠিক তখনই আমি ফিরে পাবো,
তোমার গভীরে যাবার অবকাশ

স্থিতি

অনিশ্চিত অস্তিত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সবাই
অথচ ভাবের আড়ম্বরে মনে হয়, সবাই
তপস্যা সিদ্ধ তাপস তাপসী
ঐ সাজানো বাগান বড় বড় বাড়ী
সোজা সোজা বাতিদানী সাজানো পুতুল
দেখে মনে হয় যেন সব জানা—এরপর
বহুপর···সব···সবকিছু জানে ওরা
অথচ একটু ঝড়ে ওগুলো কাত হয়ে পড়ে
নরম হাতের স্পর্শেই পুতুলগুলো
এপাশ ওপাশ হয়ে যায়, তবুও
দাড়িয়েছিল যখন তখন কত শক্ত
কত স্থির, যেন প্রজ্ঞাতে ভরপুর ।

আমিই শুধু অনিশ্চিত অস্তিত্ব নিয়ে
সদাই খুরপাক খেয়ে বেসামাল হই
ক্লান্ত রাতে চায়ের টেবিলে বসে ভাবি
তারপর কি হবে—কে দেবে একটু জল
যখন একলা রাতে, রুগ্ন হাতে,
জলের পাত্র হাতে খুঁজবো তাঁরে
কিংবা প্রবোল আতঙ্কে চাইবো কোন ভাষা
কে দেবে সত্যের সুর
কে দেবে শক্তি শুধু বাঁচার ভরসা ?

বহুদিন পর আজ বুঝি
কেন ওরা সবাই স্থির—কেন ওরা
অনিশ্চিত ভবিষ্যতে অটল !
প্রজ্ঞাতে ভরপুর ওরা, চলে শক্তির এ পৃথিবীতে
সত্য এসে কথা কয়, ভালবাসা দিয়ে যায়
চরম সে স্থিতি ।

আমি চলে যাবো

বলেছিলাম যাবো চলে
হয়নি যে যাওয়া
ভোরের শিউলী ফুল পড়ে
আছে আঙ্গিনায় একা
শ্বেত শুভ্র পদ্ম ফুলে
এখনো পড়েনি রক্তের আঁচড় ।
আমার স্বপ্ন একা এখনো
রয়েছে ঘুমিয়ে !
একা ফেলে যাবো চলে ?
এখনো পারিনি তাই—চলে যেতে
ভোরের শিশির ছুঁয়ে একা

সন্ধ্যা যখন চোখের মাঝে
দ্বীপ জ্বলেনি মনের মাঝে
একটি বলাকা ভেসে যায় উড়ে
পায়নি নীড়ের ঠিকানা !
দীন থেকে দীন দীনান্তরে
হারায়ে ফেলেছে অশ্রু এষণ
মনে জ্বলে তার নিভৃত বাসনা
পূজা হোমশিখা হয়ে।
কোন গ্লানি সেই শুভ্র জীবনে
কৃষ্ণপক্ষ শুক্ল তীরে
ফিরে যায় একা হতাশার তরে
বলাকা নিভৃতে ভেসে যায় চলে
নীড় আছে শুধু এইটুকু জেনে
যত যায় ভেসে বড় হয়ে শিখা
আলো যায় ভরে মন ও শরীরে
বলাকা শুধুই ভেসে যায় চলে
আলোর ছোঁয়ায় খুঁজে পাবে জানে
ছোট্ট নীড়ের ঠিকানা।
একটি বলাকা ভেসে যায় উড়ে
পায়নি নীড়ের ঠিকানা।

শিশু

ওরে অবুঝ ম'ন
তুই যাসনে ঠিক তখন
যখন তোর ম'নের লাগাম
হাত থেকে গেছে খুলে

শুধু শুধুই ব্যথা পাস···কাঁদিস
তুই এতো শিশু !

আলো

দিনের শুরুতে যখন দিগন্ত রেখা বহুদূর যায় চলে
আমি তখন আমার দৃষ্টিপথকে অনেক অনেক দূরে
ভাসিয়ে দিই যেমন বর্ষার হাঁটুজলে কাগজের নৌকো
ভাসিয়ে ছিলেম, জীবনের শুরুর সেই বয়সগুলিতে।
দিগন্তরেখা নানান রঙে ছেয়ে যায় আর আমি সেই
বহু সৌন্দর্যের মাঝ থেকে কোন বিশেষ রঙকে বেছে নিতে
একদম পারিনা শুধু এক আনন্দের অনুভূতি নিয়ে
স্তব্ধতায় কোন মূক বিটপীর মতো দাড়িয়ে থাকি।
মধ্যাহ্নের সূর্যকে মাথা তুলে তাকাতে কষ্ট হয়
তাই ঠিক তারই আগে একবার আড়চোখে দেখে নিই
সূর্য উঠছে···তারপর চলে যাচ্ছে···
তারপর যখন সূর্য আবার নেমে যায় মনে হয়
কোন এক ভাললাগা লজ্জার রক্তিম আভা ছড়িয়ে দিয়ে
সে যেন চলে গেল, ছোট্ট ছেলের মতো মায়ের কোলে।
ঠিক তেমনি মুহূর্তে, আমারনা বড় ভাল লাগে
এ এক অদ্ভুত জয়।
আমি এরপর আর মাথা তুলে প্রথম সকালের মতো
একদম চাইতে পারিনা···
চাঁদ যেমন করে সূর্যের আলোকে ধার করে,
নিজেকে সাজিয়ে তুলে ধরে, তাতে কী সে লজ্জা পায়?
সেতো পৃথিবীও নেয়···তাই,
আমিও লজ্জা পাইনা। পুরুষের উপস্থিতিতে
প্রকৃতি যেমন করে তাঁর অস্তিত্বকে তুলে ধরে
আমিও ঠিক তেমনি
রাতের অন্ধকারে চলে যাই তাঁর কাছে
বহু তপস্যার ধন সে, তার কাছে চেয়েনিই
কিছু আলো, যে আলো আঁধারে পথ দেখায়
নিজেকে সাজিয়ে দেয়!
আমি আর সেই অন্ধকারকে একটুও ভয় পাইনা।

নদী, সাগর
ঊর্মিময়

সুমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গৌরীচাঁপা কে

লেখকের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ :

স্মৃতির কপালে টিপ

সামনে সার্কাস পিছনে ম'ন

এই আদিগন্ত ক্লান্তি হিরণ মিনারের মত আমার সামনে হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে···আমার কাছে কোন বিকল্প নেই। আমি প্রতীক্ষা করছি শংখধ্বনি করার উপযুক্ত একটি মুহূর্তের। তাই, একটি পবিত্র জন্মের জন্য আমি আজও মাতৃগর্ভে সংঘর্ষরত

কোথাও বিপন্ন নাগরিকারা আজ তোমার জন্মদিন পালন করবে। আমার অভিনন্দন নিও।

কেন তুমি সমর্পণ করলে না তোমার বাঁচার নিপুণ দক্ষতা? এখন তো কোন পন্থা নেই। নির্মম সূর্য্যকিরণের অরণ্যে তোমাকে হ'তে হবে নির্বাসিত। আলিবাবার স্বর্ণখচিত দিনগুলি পর্যন্ত তোমার ইতিহাস ব্যপ্ত হয়ে গিয়েছে।

দ্বিতীয় রামেসিসের কালে যাত্রা করেছিল যারা সেই পথভ্রান্ত সূর্যকিরণ-গুলি তোমাকে যখন দ্রবিত করে, তখন বিচ্ছিন্ন বনান্তে পথরোধকারী প্রস্তর-স্তূপের উপর ধ্যানমগ্ন বাল্মিকী আমি

কেন তুমি শুয়েছিলে ব্যথার গরিমা ঢাকা দিয়ে? কেন তুমি দাঁড়ালে গিয়ে যন্ত্রণার চাঁদোয়ার নিচে? আমার স্বপ্নে কেন খুঁজলে না তোমার আশ্রয়? কেন লুকালেনা এসে আমার স্বপ্নব্যুহে? আমি তো তোমার কেলিডোস্কোপের তারাগুলি মিলিয়ে যেতে দিতাম না অনেকক্ষণ ধরে মুখে রাখা বিরক্তিকর লজেন্সের মত! আমি বাধা দিতাম সমুদ্র পর্যন্ত ছড়ান তোমার গন্ধকস্তুরি ফুলগুলি শুকিয়ে যাওয়াতে

তুমি কি ভুলে গিয়েছিলে, আরোগ্যদায়ী আকাশের আমিই ছিলাম মৌল রসায়ন?

এখন আমি বেশ কিছুটা আচ্ছন্ন রয়েছি। তা'র হিরণ্য আকাশে আমি যখন উদ্ভাসিত ও শিহরিত তখন তা'র প্রসারিত অঞ্জলিতে সদ্যচয়িত বেলফুল

তাই এখনো তার চুল ঝর্ণায় তরঙ্গায়িত। এখনো আমার মুখ থেকে নিসৃত হয় ডিলিরিয়ম।

আমাকে ফিরিয়ে দাও আমার গোলাপ, আমার বেলফুল। অপাত্রে আমার নিষ্পাপতা অর্পণ করে এখন আমি অনুতপ্ত ও বিধ্বস্ত। গোপনে নিষিদ্ধ সীমান্ত অতিক্রম করে আমি প্রবঞ্চিত ও আতঙ্কিত। তাই আমি বুঝি আর এক শ্বেত ময়ূর।

৪.

যদিও সন্ধ্যা হতে এখনো দেরি আমি এবার এক বিষণ্ণ মন্দিরের সন্ধানে যাব। নিজেকে পবিত্র করার প্রয়োজনীয়তা বড় বেশি অনুভব করছি। কিন্তু সেই বিষণ্ণ মন্দিরটিও হয়ত এতক্ষণ প্রদাহে মোমের মত গলে গিয়েছে।

প্রদাহ তো স্মৃতির নয়, স্বপ্নের। এই গ্রীষ্মেও স্বপ্নের শোভাযাত্রা জিজ্ঞাসায় উৎসুক হয়ে ওঠে, আমার আঁখি তাই অযথা মধুসিক্ত।

তবু গ্রীষ্মের রাতে দেয়ালের উপর টান হয়ে শুয়ে থাকতে বড় আরাম। স্বপ্নের দেয়াল নয়—স্মৃতির। অবশ্য জ্বালা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না—শুধু কামনা করে যেতে পারি একটি অকম্পিত আচ্ছাদনের। আগে আমি এ রকম দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম না। একটি দৃষ্টিপাতে আমি আমার সম্পূর্ণ ইতিহাস তুলে ধরতে পারতাম।

৫.

জানলার সবুজ পর্দাগুলি আমার মনের মতই কেঁপে উঠছে। বৃষ্টির ফোঁটাগুলি কিন্তু রেহাই দিচ্ছে না—আমি আর বিভাস শুনব না, বিভাস আমায় যন্ত্রণা দেয়। এখনো সানায়ে পুরিয়া-কল্যাণ শুনবার সময় হয়নি,... বৃষ্টির ফোঁটাগুলি পূরবীর মতই নির্মমভাবে জ্বালাচ্ছে...পলে পলে রঙিন হওয়ার, সবুজ হওয়ার শাস্তি তো পেতেই হবে। নিষ্কৃতি পাবে তখনই যখন সম্পূর্ণ বিবর্ণ হয়ে যাবে। অবশ্য বর্ণের ঔজ্জ্বল্য ·অনেকখানিই ফিকে হয়ে এসেছে—তবু ওরা বিবর্ণ হ'তে চায়না, তার চাইতেও বড় কথা ওরা চায়না বৃষ্টির অভাব—কারণ তা'হলে যে ওদের অস্তিত্বই নিরর্থক এবং সেই জন্য তা শুধু অবাঞ্ছিতই নয় অসহনীয়।

শালবনের নিঃস্বন সে তো আমারি পূরবী, আমারি বিভাস।

৬.

তার অমনোযোগে দেয়ালগুলি জীর্ণতর হয়ে পড়েছে, বাঁধ ভাঙছে তো ভাঙছেই। অতীতের খ্যাতকীর্তি নগরে হু হু বন্যার বিষণ্ণতা ঢুকছে। এবারে সব ডুবে যাবে, সর্বনাশের সাড়া পাওয়া গিয়েছে।

অজানা দূর্গ থেকে হঠাৎ দিগন্ত কালো করে নেমে এসেছে ব্যথার সৈন্যবাহিনী। নির্বিবাদে চলছে লুণ্ঠনের উৎসব। বাকরুদ্ধ হয়েছি তবু স্মৃতিরুদ্ধ হইনি। স্মৃতিগুলি আমি সযত্নে সংগুপ্ত করেছি, ওরা সন্দেহ করলেও সন্ধান পায়নি—তাই শুধু বাকরুদ্ধ করেই ছেড়ে দিয়েছে। ধূষর আয়নার মত এখন আমি স্বচ্ছন্দে গাহন করতে পারি আমার নিজস্ব যন্ত্রণায়—স্বখাত সলিলে।

৭.

তুমি আমার চড়াই হবে ? আমি তোমাকে আমার ডান হাতের মুঠোর মধ্যে সঞ্চিত করব ও বাঁ হাতে আমার হর্লিক্সের চামচ দিয়ে টোকা দেব আমি ফিরে পাব আমার সমুদ্র দর্শনের আনন্দ। তুমি আমার সমুদ্র হবে না ?

অপবাদের অটবীতে ওরা যখন আকীর্ণ হয়ে তোমাকে ভোগ করল হেমন্ত পূর্ণিমায়, আমি কোন নিস্পৃহ পানশালায় যাইনি। তখন আমি আমার ছুটি ফুরিয়ে যাওয়ার গ্লানিতে অবসন্ন

তোমার নগরে, পথে পথে কত দোকান, কত উচ্ছল বাগান কিন্তু আয়নার দোকান, আয়নার বাগান কই ?

৮.

তুমি বললে তুমি তোমার কথা রেখেছ। তোমার তো কোন ব্যক্তিগত কথা ছিলনা! আমি যখন উন্মনা উত্তর দিলাম, আমিও রাখব, তুমি শুধিয়ে নিলে আমার কুঞ্চিত আকাশ। দ্রুত হ'ল সম্মিলিত বিভাস। জ্যোতিষ্মতী লতা, আমার শপথরাশি হ'তে বিস্মরিত শৃঙ্গিনী তুমি, তোমার কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখা আমার উঠানে শতপুষ্পা প্রদীপের হাট বসাল

আমি যখন মা'র স্নেহঢালা হাতদুটি বাড়িয়ে তোমায় ডাকলাম 'এসো', তুমি শুধু আমায় প্রতিধ্বনিত করলে। অনেকক্ষণ আমরা নিজস্ব জিদগুলি সামলালাম। দীর্ঘ এক যুগ পরে তুমি আমায় আক্রোশের দ্বারের কাছে পাঠালে! আশংকায় উত্তপ্ত আমি প্রশ্ন করলাম, তুমি থাকবে তো?

৯.

গোলাপে এক আকাশ কুঁড়ির বনে ছেয়েছে। অসমর্থিত বাসনায় সিঞ্চিত সাম্প্রতিক গোলাপ, তোমারি নামে নাম—তোমারি বুকের সৌরভ। যে সৌরভে আমারো বুক হয়েছে গোলাপের স্তূপ…

আমার সুখকে করেছি তোমার শাপ। 'তুমি আমার' বলে তোমাকে করিনি অপত্রপা, 'তোমার আমি' এ কথা বলেছি আমার নিভৃত নিষিদ্ধ স্বর্গে। যে ফুলগুলি দিয়ে তোমার, তোমার, তোমারি হাত ভরিয়ে দিয়েছি তা'র শুভ্রতা গোপন করেনি আমার উৎসব-কামনা। তাই নিবিড়-নিবিড় অবজ্ঞায় আমাকে নির্বাসিত করেছ এখানে—গ্লানি'র সেণ্ট হেলেনায়

এখানে মাটিতে ভিজে ভিজে মৃত্যু আর চারিদিকে শুভ্র শুভ্র ব্যথা।

১০.

আমাকে তুমি নহুষ করেছ।

মৃত্যুই যদি জীবনের লাল-বাতি হয় তাহ'লে কি আবার আমি দুঃখে অতল হ'ব ? নিরাসক্তিই যদি হয় চরিত্রের বর্ম তাহ'লে কি কোষ কোষ দৈন্য দিয়ে আপ্যায়িত করব ডেকে আনা অতিথিকে তার মৃত্যুর প্রতীক্ষায় বাঁচার আবেগে ঋজু মৃদু দুঃখ দিয়ে বাঁধব আমার ঘরে ফেরার গান ?

১১.

কাপড়ে অবাঞ্ছিত নির্বোধ নিলাজি কাঁটার মত আমার স্বপ্নযূথ একটি একটি তুলেছ। আমাকে তুমি দাওনি ঘুমপাড়ানিয়া। বলনি, তুমি ট্রাংকুইলাইজর নাও, ঘুমিয়ে পড়।

কথা, আহা কত কথা ভেঙে ভেঙে ছড়াতে দিয়েছ তোমার ঘাটে ঘাটে। ভরিয়ে দিতে দিয়েছ তোমার হীরের আঁচল নির্বিকার নিলাজিতে।

দুঃসাহসের দরজা ঠেলে যা'দের আসা'র কথা ছিল তা'রা এখনো আসেনি। হয়ত বিপথে তা'দের বসন্ত-শিবিকা হয়েছে আটক। এখনো ওদিকে ট্রাম-বাস জ্বলে, জলসা ভাঙে, কিশোরীর মুখে ওলট-পালট। এখানে কিন্তু সব ঠিক-ঠাক, কেতাদুরস্ত, নিয়ম-মাফিক অভিসার রচে।

পূর্ণা'র চোখে মালঞ্চ দোলে।

তাই আশা করে আছি, দেরি হলেও, ওরা আসবেই। গরজ ওদেরি।

১২.

তোমার স্মৃতিজটিত আলো আমার মনে আনে রাত্রির উদারতা। আমি যখন আমার অভিযোগ নিয়ে আস্ফালন করি অপার আকাশের কাছে, বোবা আকাশও হয় ব্যঙ্গে কর্কশ

দেশ দেশ দুঃখ নিয়ে যখন উদ্ধত সমুদ্রের চোখে ভেঙে পড়ি, সমুদ্র হয় নির্বেদ তামস

আমার ঝুলিতে এখন অনেক ইঁদুর, চিল্কার গন্ধে ওরা চঞ্চল হয়েছে। এই হ্রদের তীরে তীরে ওদের ছেড়ে দেব। কামনার ইঁদুর ওরা—ওদের সংখ্যা প্রতি পলেই বাড়ে।

আজ চিল্কার সুবিপুল জলের স্মৃতি আর সূর্য্যোদয়ের চুপি-চুপি···কাল মাদ্রাসের উপকূলে বঙ্গোপসাগরের উতলা বাতাস। উদ্দীপনার অভাব নেই।

সুন্দরীর দৃষ্টিদান যাকে উদাস করে কামনাতাড়িত সাগরের কাছে তা'র যাওয়া অনুচিত।

১৩.

এমন একটি আয়না আমাকে দাও সখি, যা'তে আমি সামনে থেকে পিছনে কিংবা উপর থেকে নিচে, তোমাকেই দেখি। যুদ্ধশেষে আমি উপবনে সুযোগ ধরি তোমার সুষমায় সন্দেহ রপ্তানি করার। তোমার ছবি ভাঙে আমার সে ভুল।

এবার দোলে তুমি হয়েছ দেবরুচি, পুষ্পাভরণা। তাই চৈত্রের আরম্ভেও আমি দেখি ডালগুলি রিক্তা—জয়া।

১৪.

আমার নিদর্শন কিছু একটা থাক।

এখানে গাছের সবুজ আঁধার, সূর্যমুখীর হলুদ নিবিড়তা, তুমি যেখানে নিয়ে গিয়েছিলে সেখানে আকাশ-আকাশ কামনা আমের ছায়ায় আরও ঘনাক।

শীতের সান্ধ্য-সানায়ে পূরবীর সুর, আট বছরে তোমার প্রথম ভোর রাতের ছাদ, ভিড়ের মাঝে আরও উঁচু থেকে আমাকে তোমার ডাক।

গ্রীষ্মের দুপুর বড়ই রূঢ়, নিস্পন্দ নিদাঘে শালবীথির হাওয়ারা বড় বাচাল।

আমি চাইনে পলাশ, কেতকী, শাল! আমার ফিরুক সেই শীতকাল।

ফিরে আসুক পঁচিশে ডিসেম্বর।

১৫.

ভোর রাতে আটবছরে তোমার প্রথম দেখা ছাদের কথা বলেছিলাম। তখন সূর্য্য ছিল আরো অনেক দূরে। আজকের দুপুর আর পূর্বের মত রূঢ় নেই। শালবীথির হাওয়ারা অবশ্য আরও অনেক উদ্দাম আরও অনেক উচ্ছল হয়েছে।

তোমার আয়নার দোকান এবার ভাঙবে ভাঙবে সুগতা। তোমাকে বলেছি রেল লাইনের ধারে সূর্য্যাস্ত দেখতে যেতে, তুমি সেদিন যাওনি। আজ কি তোমার যাওয়া হ'বে ?

সত্ত্বা'র যেটুকু বেগ সঞ্চিত রয়ে গিয়েছে সেটুকু নিয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া কি যায় ? হয়ত নয়, তবু তুমি আমাকে যে বেশ দিয়েছ তা যুদ্ধেরই। আমার মনে পড়ে না কবে তুমি আমাকে সাজিয়েছিলে, আজ শিবির হয়েছে বিধ্বস্ত তবু শত্রু'র বাণবৃষ্টির অভাব নেই।

১৬.

বসন্ত এখনো বাকি, আমার শিবিকা তুমি আটকে রেখনা। তোমাকে যে কবিতা দিয়েছি নিথর নিস্তরঙ্গ জলে দীর্ঘদিন অনুপস্থিতি'র পরে দিয়েছিল কিছু ঘুম, কিছু দোলা।

অন্ধ হায়েনার মত যে তিয়াস মাথা কুটছে তা কিসের ?

গভীর অবসাদে তুমি আমাকে ঠেলে দিয়েছ এই অতলকৃষ্ণ মৌনতায়। তোমার অরণ্যে কূপমণ্ডুক আমি স্বপ্নের প্রদাহের মাঝেও পেয়েছি সুখ। চারিদিকে ছিল স্বপ্নভঙ্গের আতুরতা, গভীর রাতে নেকড়ের বুভুক্ষু বিলাপ, তবু তারই ছায়ায় ছায়ায়, তোমারই ছায়ায় আমি পেয়েছি অথচ সৌরভ।

১৭.

দেউল যদি জীর্ণ হয় মন্দিরে যদি দেবতা নাও থাকেন তবু শাঁখ-ঘণ্টা তো বাজবেই, প্রদীপও জ্বলবে। পথের যদি শেষ নাও দেখা যায় তীর্থযাত্রীরা তাদের চলা থামাবে না, অব্যাহত থাকবে তাদের উপাসনা, ভজন। পথিক যদি ঘরে কোনদিন নাই ফেরে, পথ দেখান'র জন্য সুরূপা মেয়েরা আকাশ প্রদীপ জ্বালবেই, কল্যাণ কামনায় পালন করবে ব্রত।

১৮.

নয় বছর পূর্বে আশার যে ময়ূরপঙ্খী নাওগুলি যাত্রা শুরু করেছিল আজও তারা ঘাটে এসে ভিড়তে পারে নি; দিক্‌ভ্রান্ত সর্বস্বান্ত তারা, লুণ্ঠনে হৃতশ্রী

আঁধার আনা এই ঘরে গভীর রাতের রাজা যদি কোনো দিন নাই আসেন, শোচনা নেই ; মালশ্রী রাগিনীতে উন্মুখ মনোবীণা হ'বে ঝংকৃত।

অসাবধানী মরণের আলুলায়িত কুণ্ঠার প্রকাশ কত সংযমী পুরুষকেই না কাতর করে, তবু রুদ্ধ করে না একদা বহু যত্নে রোপিতা মালতীর পরিপূর্ণ বিকাশ।

১৯.

ঘৃণার গভীরতম মূলে চলে যাও। সেখানে দেখো যত আদিম জন্তুরা অভিবাদনের ভঙ্গীতে সহর্ষে দাঁড়িয়ে। লোমশ কুকুরের কাছে বীক্ষণ চাও।

কতই বা সুখ দিতে পারে এই আকাশ, ওর তো কোন স্থৈর্য্য নেই। কখনো বা রোদের মুকুটে আলো ঝল মল আবার কখনো বা সন্ধ্যার ম্লানতায় দ্যুতিহীন, নিষ্প্রভ।

নিবিড় বেদনায় অলংকৃত এ শরীর মৃত্যু'র প্রতীক্ষায় পলে পলে পুষ্পিত হ'বে, আঙিনায় দুলবে শাল, কেতকীর সুবাস।

২০.

সুখের তো কোন সীমা নেই ভেবে দুঃখের তল খুঁজতে গিয়েছিলাম। ফল হ'ল বিপরীত। দুঃখের কোন তল পেলাম না খুঁজে, বুঝলাম কোন বেদনাই সীমিত নয়। এই নিঃসীম দুঃখ নিয়েই যেচে ডেকে আনলাম অতিথিকে। সে আমাকে দেখিয়ে দিল ভবনের দুয়ার। নাড়া দিতেই খুলে গেল সেটা, বেজে উঠল সম্মোহক গান! সুখের সীমানায় পৌঁছে গেলাম সহজেই।

ত'ার পর থেকে মাঠ-ঘাট, খাল-বিল পেরিয়ে ঘুরেই বেড়াচ্ছি, সহজিয়া তা'কে আর পাইনে।

২১.

তোমার চুলের দ্যুতি তোমার চোখের স্মৃতি আমাকে উদ্গতকন্ন করে তোলে ; তোমার আয়ত চোখ শালবন হয়, তোমার চুল আকাশ ;

আমাকে ফিরিয়ে দাও আমার স্বপ্নের শালবন আমার চৈত্রের আকাশ।

অন্ধকারে আর সৌরভ নেই, গানের পাখিরা ক্লান্ত হয়েছে আজ—ভীষণ ক্লান্ত, তাদের আকাশ নেই।

২২.

এ নিবিড় ব্যথা আমার বুকে সুবিশাল অশ্বত্থ মহীরুহ হয়ে জেগে থাকবে, তবেই তো তুমি আসবে। তোমাকে বলেছিলাম খেলাঘর ভাঙবার বেলায় এই তো আমার চির আকাঙ্ক্ষিত পুরস্কার, তোমার মনে আছে তো ?

তোমার কাছে আর কিছু তো চাইনি। আমার গভীরতর আঁধারে তুমি শুধু থেক, না হ'লে নিভৃত আঁধারে কে জ্বালাবে আলো ? তুমি মীড় দেবে বলেই তো আমার তারগুলি উঁচু সুরে বাঁধা, তোমার ছোঁয়া পাওয়ার জন্য উন্মুখ।

২৩.

তুমি আমায় ছুঁয়ে দেখ, আমি যে অন্তঃসলিলা—আমার মাঝে তোমার নিভৃততম অবগাহনের জন্য প্রতীক্ষারত। আজ নদী তুমি এসো আকাশ ছেয়ে, অন্ধকারে পূর্ণ হোক ব্রততী'র বিকাশ। সানাইয়ে বাজুক মৃদু বিভাস

দরদিয়া সহজিয়া তুমি, তোমার পরশ সহস্র গন্ধরাজ হয়ে ফুটে ওঠে; সুবাসের এই ফল্গুধারায় আমি করি রূপের ধারাস্নান। এসো নদী, এবার একা হই, আলোতে

যে আলো সহসা জ্বলে সে আলোই বিদ্যুৎ—চোখের পলকে দশদিক কান্তিময় করে। আমার এই দুয়ার দেয়া ঘরে আনো সেই উদারতা। দীপ্ত করো কায়া।

২৪.

ক্লান্তির নীরব মর্মতলে ভ্রূণায়িত হয় প্রাণ।

হে আমার গাঢ়তম ঘুম, তোমায় আমি তুলে এনেছি ঘৃণার অবধারিত গহ্বর থেকে।

এখানে মৃদু তৃণদল।

সবুজ আঁধারি ব্যথা নিয়ে আসে রাতের নিস্তব্ধতা। নিষ্প্রদীপ ঘরে নাচে রূপের সুবাস।

তুমি যেখানেই থাকো, নিশ্চয়ই শুনবে আমার রক্তের ডাক। তোমার ম্লানিম স্মৃতিটুকুই শুধু আমার থাক।

তোমার চুলের গন্ধই তো পারিজাত হয়ে ফোটে।

২৫.

খেলা তো ভাঙবেই জানি, তবে এত ত্বরা কেন ? দেব না, দেব না এ শরীর মরণ তোমায়, নেই-আঁকড়ের মত যতই তুমি পায়ে-পায়ে, পায়ে-পায়ে ঘোরোনা কেন। এখনো বাজেনি সংকেত যুদ্ধ-বিরতির।

তোমার জন্য তো অবারিত ছিল সমূখেরই দ্বার, অসহায় সিঁদেল চোরের মত চারিদিক তাকাতে তাকাতে আসবে কেন তুমি ? হায়, হেলায় হারালে কত রাজ—সমারোহ প্রদীপ জ্বালা, ভাবি এ যে আমারি অগৌরব। অতীতের খ্যাতকীর্ত্তি সম্রাট আমার, তোমার বিভ্রান্ত কুণ্ঠার প্রকাশ বিস্মিত করেছে আমায়, বিহ্বল করেনি।

অনর্থক দীর্ঘসূত্রতায় আপনার হে মৃত্যু তুমি আপনি পরাজিত।

২৬.

বেদনার সমন্বয়ে কাছে টানা'র প্রয়াস ত'ার কৌতুকাবহ। বেদনা, তা সে যতই যত্নবান হ'ক না, অনঙ্ক নয়; কোন কিছুই তো নিঃসীম হয় না। কোন ব্যথাই বিরাটের আস্বাদ উপলব্ধি আনেনা, শুধু উদাসীন করে

এই যে অপার আকাশ শিরীষ সাঁইবাবলা'র সুবাস আমোদনে বিস্মরিত সে কি শুধুই জ্বালা'র, শুধুই অসৎ ?

কোন প্রদীপের শিখাই আকাশ ছেঁায় না, কোন ব্যথাই মানুষকে দেবত্বে মহীয়ান করে না, শুধু অনবহিত, অনুপযুক্তভাবে আর্দ্র করে স্বকীয়তা। কোন চাঁদই ভেঙে তারা হয়ে যায় না।

২৭.

নাগপুরের শিথিল চন্দনগাছের উপর যখন নেমে এসেছে কুয়াশাক্রান্ত অবহেলিত সন্ধ্যা।

ব্যাঙ্ককের বেঞ্চমা মন্দিরের গর্বিত দুয়ার পর্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েছে ব্যভিচারী সূর্য্যের ঘোড়ারা।

ম্যানিলা'র ইউক্যালিপ্টসবীথির ছায়াধন্য অন্ধকার পথপ্রান্তে বাহুতে মহুয়া ও কুর্চি'র ঘ্রাণ ভরিয়ে

আমার দুর্বল কাঁধে মাথা রেখে কেঁদেছিল যখন ক্লান্ত, কুখ্যাত স্মৃতি

সোনাঝুরি গাছতলায় সোনার পরীকে খুঁজেছি আমি। শুকনো পুকুরের ভিতর, ধূলার আবর্তে

আমি পালন করেছি আমার বসন্তোৎসব।

২৮.

আমি মলিন সমুদ্রের দ্বারগুলি রুদ্ধ করার প্রয়াস করলাম। আমার কিরণের কলসগুলি রইল অনাবৃত। পীড়ার উৎকর্ষের মুহূর্তগুলিতে তুমি রইলে তেমনি নির্লিপ্ত, স্মিতহাস।

আমার অনেক কাছে তেমনি উদাস

অসাম্প্রতিক কয়েকটি বছর পূর্বে ভালবাসার গহ্বর থেকে যে অভ্রস্তবক সংগ্রহ করেছিলাম

কোডার্মা-রজৌলির বনান্তরে নয়, আমার মনের গুহায়। তা'র বাষ্পকুণ্ডলি আজও বিব্রত, নিষ্ক্রিয়। অভ্রকের মাড়িয়ে দেয়া টুকরাগুলি আজও নিদারুণ ব্যতিব্যস্ত

এখন আমাকে কিছু অবকাশ চুরি করতে হবে।